যুগান্তর

তারিখ ... 24
পৃষ্ঠা ২ ... ০

পাবনার জীবন্ত ডিকশনারি রেজাউল

আখতারুজ্জামান আখতার, *পাবনা থেকে*

প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর নানা কারণে আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেয়া হয়নি। কিন্তু তাতে কি? নিজের চেষ্টা থাকলে শিখতে তো বাধা নেই। শুরু হয় ইংরেজি জানার নিরন্তর সাধনা। অভিধান মুখস্ত করার চেষ্টার ফল হিসেবে তিনি অক্সফোর্ডসহ একে একে দুনিয়ার ১৮টি ইংরেজি ভাষার অভিধান ও গ্রামার বই আয়ত্ত করেন। বর্তমানে ২৫ লাখেরও বেশি শব্দভাণ্ডার তার ঠোঁটের আগায়। এত বেশি বিদেশী শব্দ আর কেউ মস্তিষ্কে ধারণ করতে পারেননি বলে দাবি তার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের তিনি এখন ইংরেজি বিষয়ে কোচিং করান। এমনকি বিসিএস পরীক্ষার্থীদের তিনি ক্লাস নেন। অসাধারণ এ প্রতিভার নাম মো.

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

পাবনার জীবন্ত ডিকশনারি রেজাউল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

রেজাউল ইসলাম। বাড়ি পাবনার বেড়া উপজেলার নতুন ভারেঙ্গা গ্রামে। বাবার নাম গোলাম খলিফা।

শুধু শব্দভাণ্ডার নয়। প্রতিশব্দ, পরিভাষা, উপভাষা এমনকি ইংরেজি গ্রামার ও বাংলা ব্যাকরণের আদ্যোপান্ত রেজাউলের নখদর্পণে। তার পঠিত অভিধান ও গ্রামারের তালিকায় রয়েছে— অর্নামেন্টাল, ফেদম, ওয়েবস্টারস, কেপিলার্স, আলেকজান্ডার, এলনস, টমাস, ওলেনস, থ্রিচার্স, মার্টিনস, জেসি নেসফিল্ডস, ওকেন্স, ওয়েল ফক্স, চেম্বারস, কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড। এছাড়া তিনি বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক লেক্সিকন ও লিংগো পড়েছেন। একাডেমিক পড়ালেখা না করেই পড়িয়েছেন বিসিএস কোচিংয়ের শিক্ষার্থীদের, বিদেশ গমনেচ্ছুদের শিখিয়েছেন IELTS, GRE, SAT ও GMAT।

রেজাউলের ঘনিষ্ঠজনরা জানান, কিছু মানুষের স্বভাব হচ্ছে অজানাকে জানা এবং অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা। রেজাউল তাদেরই একজন। ১৯৭৬ সালের কথা। তখন তিনি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। তার স্কুলে একদিন একজন ইংরেজ এসেছিলেন বেড়াতে। তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর রেজাউলের সবকিছু পাল্টে যায়। মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে ইংরেজি শেখার। সেখান থেকেই শুরু। হাইস্কুলে এবং কলেজে তার মধ্যে ইংরেজির অসাধারণ প্রতিভা লক্ষ্য করেন শিক্ষকরা। রেজাউল ১৯৮৫ সালে ধোপাখোলা করোনেশন (নাটিয়াবাড়ি) উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং ঢাকার সরকারি তিতুমির কলেজ থেকে ১৯৮৭ সালে প্রথম বিভাগে এইচএসসি পাস করেন। বন্ধুরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কোচিংয়ের দ্বারে দ্বারে তখন কোচিং সেন্টারে ইংরেজির ক্লাস নেয়া শুরু করেন রেজাউল। কোচিংয়ে পড়ানোর পাশাপাশি রেজাউল ইংরেজি অভিধানের 'প্রেমে' পড়ে যান। রেজাউল রোজ চেষ্টার ফল হিসেবে অক্সফোর্ডসহ একে একে বিশ্বের ১৮টি অভিধান ও গ্রামার আয়ত্ত করেন। ২৫ লাখেরও বেশি শব্দ তার আয়ত্তে। মস্তিষ্কে শব্দ ধারণের দিক থেকে এটাই নাকি সবচেয়ে বড় রেকর্ড বলে দাবি করেন রেজাউল।

বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ ও মানুষের প্রকৃতি-সংস্কৃতি জানা-বোঝার জন্য রেজাউল ঘুরে বেড়িয়েছেন দুনিয়াজুড়ে। বিশেষ করে মিশেছেন ইংরেজি ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। ভারত, নেপাল, ভুটান, চীন, জাপান, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি দেশে। দেশ বিভুঁইয়ে তিনি জানার চেষ্টা করেছেন বিশ্বে তার সমকক্ষের ইংরেজি জানা কেউ আছেন কিনা? রেজাউলের ভাষ্য, ইংরেজি লেখা, বোঝা, বলা ও লেখার দিক থেকে বিশ্বে তার সমকক্ষ কম লোকই আছেন। ইংরেজরাও তার মতো এত শব্দ জানেন না, এত দ্রুত ইংরেজি বলতে পারেন না। রেজাউল জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও বিশ্বের নামকরা প্রায় ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকদের সংস্পর্শে তিনি গেছেন। তাদের সঙ্গে মিশেছেন এবং ইংরেজির নানা বিষয়ে কথা বলেছেন। ইংরেজির শিক্ষকরা তার সঙ্গে কথা বলে এবং ইংরেজি ভাষায় তার গভীরতা দেখে অবাক হয়েছেন।

দুই সন্তানের জনক রেজাউল এখন নিজ গ্রামে বসবাস করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কেন নেননি— এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমাদের দেশে শিক্ষার সনদই মুখ্য, জ্ঞানার্জন হচ্ছে গৌণ। কিন্তু আমি সনদ অর্জনের চেয়ে জ্ঞানার্জনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। ব্যতিক্রমধর্মী মেধা সম্পর্কে রেজাউল ইসলাম বলেন, প্রতিভা পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। লক্ষ্য স্থির করে পরিশ্রম করলে পৃথিবীতে অসাধ্য বলে কিছু থাকে না।